মুজিবনগরে বিএনপি’র গণমিছিল ও সমাবেশ

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া এবং জনতার বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার থেকে একটি মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মোনাখালী বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।
এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সুজন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে দারিয়াপুর বাজারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, “দেশে ষড়যন্ত্র চলছে, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন। সবার আগে বাংলাদেশ। আগামী নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী না করা পর্যন্ত এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।”

আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে গাংনীতে বিএনপির গণমিছিল

ব্যক্তি ইচ্ছায় কমিটি গঠন, কমিটি বাণিজ্য এবং অপশক্তির দোসরদের দলে পদায়নের অভিযোগ তুলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে গাংনীতে গণমিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি।

রবিবার (১৮ মে) বিকেল পাঁচটায় গাংনী উপজেলা বিএনপির আয়োজনে উপজেলা বাজার থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, “ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইচ্ছা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে গঠিত জেলা আহ্বায়ক কমিটি বিএনপির আদর্শ ও ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করেছে। এতে দলে বিভাজন ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজসহ গাংনী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক বিতর্কিত জেলা আহ্বায়ক কমিটি বাতিল করে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাদের নিয়ে নতুন ও গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠনের দাবি জানান।

মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল

‘দল-মত-বিশ্বাস-দর্শন যার যার, দেশটা আমাদের সবার। সবার আগে বাংলাদেশ।’ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই আহ্বানে মেহেরপুরে এক গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ মে) বিকালে মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। মিছিলটি সড়ক বিভাগের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামা সময়ের দাবি।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল

গাজা ও রাফায় ইসরায়েলি বর্বরোচিত গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি এক গণমিছিলের আয়োজন করে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের বামুনপাড়া পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

গণমিছিলে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়।

এ সময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু ওবাইদুল্লাহ সেন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি,সহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এর আগে পন্ডের ঘাট এলাকায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, “ফিলিস্তিনে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘকে অবশ্যই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরায়েলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসরায়েলের পণ্য বর্জন করতে হবে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি পূনর্বিবেচনার দাবিতে

গণমিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি পূনর্বিবেচনার দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে বিএনপির একাংশ।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৫ টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার বিএনপির অফিসের সামনে থেকে গণমিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বিএনপির মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে গণমিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলাম ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেজওয়ানুল হক ইমন প্রমুখ।

গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, বর্তমান কমিটি অবৈধ। এই অবৈধ কমিটি যদি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটি তৈরি করে তাহলে আমরা তা মানবো না। আমরাও নতুন কমিটি ঘোষণা করবো। আগামী ৭ তারিখ মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলায় বর্তমান কমিটির বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, ২ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচীব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত ৩১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে। আহবায়ক কমিটির আহবায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সদস্য সচীব হয়েছেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল করেছে সদর উপজেলা বিএনপি।

রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর কাথুলী রোডের জেড কে ফিলিং স্টেশন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এর আগে জেড কে ফিলিং স্টেশনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা বলেন, “১৬ বছর যারা রাজপথে লড়াই-সংগ্রামে ছিলেন না, তারাই এখন আহ্বায়ক কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমরা মানি না।”

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, “আমরা কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছি। বলিনি যে কমিটি মানি না, বরং বলেছি কমিটি পুনর্বিবেচনা করা হোক। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই মেহেরপুর জেলার নেতৃত্ব গঠিত হবে। আগামী দিনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশনায় নতুন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে।”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট

মকলেছুর রহমান স্বপন, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, গাংনি পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র আহবায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল করেছে সদর উপজেলা বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (২৩ শে জানুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

এর আগে কলেজ মোড় প্রাঙ্গণে একটি পথসভা হয়। পথসভায় বক্তারা বলেন, ১৬ বছর যারা রাজপথে লড়াই সংগ্রামে ছিল না তারা আজ আহ্বায়ক কমিটি হয়েছে। এই আহবায়ক কমিটি টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের কমিটিতে নিয়ে আসছে।
এ কমিটি আমরা মানি না, কমিটি হবে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জনগণের সামনে, জনগণের কথায় হবে শেষ কথা।
কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমরা শুক্রবারের রাজনীতি করি না। শুক্রবারে রাজনীতি যারা করে তারা জনগণের সাথে মিশতে পারে না। জনগণই ঠিক করে দেবে আগামী মেহেরপুরে বিএনপির কে হালকে ধরবে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি, শুক্রবারের কমিটি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেছেন, “বাংলাদেশের অপর নাম জিয়াউর রহমান” বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের চুড়ান্ত রুপ জুলাই আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুথান। ছাত্র জনতা রক্ত দিয়ে এদেশ থেকে সৈরাচার শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা বিএনপি আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও বিশাল গণমিছিলে প্রধান অতিথির রাখছিলেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য গত ১৫ বছর যাবৎ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে

বিএনপির হাজার হাজার নেতা কর্মী মামলা হামলা জেল জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়ে লড়াই, সংগ্রাম করেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম খুনের স্বীকার হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এখন যে লড়াই শুরু হচ্ছে এলড়াই বিএনপিকে বাঁচানোর লড়াই, ধানের শীষ রক্ষা করার লড়াই। এ লড়াই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারেক রহমানকে এদেশে ফিরিয়ে এনে ১৮ কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার লড়াই।

তিনি বলেন, অনেকেই চাঁদাবাজির মাধ্যমে শেখ হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। যারা হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠণের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের বিরুদ্ধে গণধোলাইয়ের কর্মসূচি দোবো। কেউ রক্ষা পাবেননা, আগামি ১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো যোগ করেন তিনি। ।

ইউএনও, ওসিসহ সরকারি সকল কর্মকর্তাদের উদেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, জুলাই আগস্টের রক্তপাতের কথা মনে রেখে ৫ তারিখের আগের সব কথা ভুলে যান। এখন থেকে জনগণের কথা শুনতে হবে। ৫ তারিখে এদেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে, গণঅভ্যুথানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের চেষ্টা চলছে সেই নির্মাণের চেতনা ধারণ করে জনগণের কথা শুনতে হবে। নাহলে এদেশের মানুষ আবারও একত্রিত হয়ে জনবিরোধী কর্মকান্ড রুখে দেবো।

তিনি বলেন, বিএনপিকে বাঁচানোর সংগ্রাম ও নতুন বাংলাদেশ বির্নিমানে এখন থেকে গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমাবেশ হবে। সেখানে সকল শ্রেনীর জেলে, মুজুর, কামার, শ্রমিক সবাইকে যুক্ত করা হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সমন্ধে তিনি বলেন, কমিটি হয়েছে শুক্রবারের কমিটি। শুক্রবার আসলে ছুটি থাকে, ঢাকা থেকে আসতে পারেন রাজনীতি করতে। এখন থেকে শুক্রবারের রাজনীতি বন্ধ। শুক্রবার বলে কোনো রাজনীতি এখন আর হবেনা। সাদা কাগজের কালো অক্ষরের কোনো কমিটি মানা হবেনা।

তিনি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, নতুন কমিটির নামে যারা চাঁদাবাজি করছেন তাদের সেটা বন্ধ করতে হবে। ১ ফেব্রুয়ারির পর আর কোনো অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড হলে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হবো।

মাসুদ অরুন বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, “দলকে বাঁচাতে হবে, দলকে সংগঠিত করতে হবে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, শ্রমজীবি মানুষের সাথে থাকতে হবে, নতুন প্রজন্মের ছাত্র যুবককের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মেধাবীদের সামনের কাতারে আনতে হবে।”
প্রধান বক্তা, জেলা বিএনিপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন, বিগত ১৭ বছরে দেখা যায়নি, পাওয়া যায়নি, ৫ তারিখের পর এক শ্রেনীর নেতার উদয় হয়েছে।

তিনি বলেন, রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে জেল জুলুম হুলিয়া মাথায় নিয়ে রাজপথে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কখনো জনগণকে ফেলে যায়নি। এই জনগণও আমাদের ছেড়ে যাবেনা।

আমজাদ হোসেন আরও বলেন, দলের জন্য, জেল জুলুম হুলিয়া খেটেছেন তাদেরকে নিয়েই আগামিতে বিভিন্ন স্তরের কমিটি থেকে শুরু করে দলীয় সকল কর্মকান্ড করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করে দলের জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, বিএনপির সেসব ত্যাগি রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে কমিটি তৈরী করার ক্ষমতা আহবায়ক কমিটির নেই। বিএনপির ত্যাগি নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে কেউ গ্রাম গঞ্জে বিএনপির কোনো কমিটি করতে গেলে তাদের প্রতিহত করতে হবে যোগ করেন তিনি।

আমজাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলায় নিয়মের বাইরে কোনো কমিটি হলে সেটা আমরা মানবনা। ঘরে বসে সাদ কাগজের উপর কালো কলি দিয়ে পকেট কমিটি করবেন সেটাও আমরা মানবোনা।

তিনি বলেন, ষোল বছরের দু:শাসনর অবসান ভারতের মানুষ এসে করে দিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মানুষ করেছে। শুধু অবসান নয়, সৈরাচারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। বিতারিড়ত সৈরাচার আবারও বাংলাদেশে ফিরে এসে মাতববারী করবে করবে এটা মানুষ মেনে নেইনি, ভবিষ্যতেও নেবেনা।

তিনি বলেন, তাদের দোসর হিসেবে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তারর করার চেষ্টা করছেন। বিএনপিকে দূর্বল করে রাস্ট্রিয় ক্ষমতায় আসার যে ষড়যন্ত্র করছেন সেটা বাস্তবায়ন হবেনা।

তিনি বলেন, দিল্লীতে বসে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বেন, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবেনা।
গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা

কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিল্পপতি সেলিম আহমেদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লা, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, বীরমুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুরর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন,। এসময় অন্যান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিএনপি মহিলা দলের নেত্রী আসমা তারা, বিএনপি নেত্রী সামিরন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনীর বিএনপির নেতাকর্মীরা যতদিন আছেন ততদিন আমি আপনাদের মাঝে আছি। বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানন নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি উপজেলায় দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি দেওয়া হবে। সেখানে তারেক রহমানের নির্দেশনা না মেনে সৈরাচারী কায়দায় কমিটি করেছে। যারা এভাবে কমিটি করেছেন তারা বিএনপির দুশমন।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর আওয়ামীলীগের দু:শাসন, নির্যাতন, হামলা ও ৩৪ টি মামলার আসামি হয়েছি। বারবার কারাবরণ করেছি। তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের যখন জেল ডাকা হয়েছিল সেইদিন আমার নেতৃত্বে গাংনীতে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। সেই মামলায় আমি কারাবরণ করেছি। অথচ, এখন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাদ দিয়ে সৈরাচারী কায়দায় বিএনপির কমিটি গঠণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই সৈরাচারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

তিনি বলেন, সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে নাম লিখলেই নেতা হওয়া যায়না। নেতা হতে হলে কৃষক, শ্রমিক, কুলি মজুর ও পা ফাটা মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বার বার বলেছেন, আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেটা অত্যন্ত কঠিন নির্বাচন হবে। জামায়াত ইসলাম আমাদের শরীক দল ছিল। তারা আওয়ামীলীগকে মাফ করে দিয়েছে। তারা মনে করে আওয়ামীলীগের ভোট তাদের বাক্◌্রে যাবে।

পরে একটি বিশাল গণ মিছিল সমাবেশ স্থল থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলার

বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী, ধানের শীষ, ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসেন নেতাকর্মীরা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে গণমিছিল

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে শান্তিপূর্ন গণমিছিলের কর্মসূচী পালিত করেছেন। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিলটি বের হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার বিকেল ৩ টার সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গণমিছিল বের হয়। মিছিলটি মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে বের হয়ে বলুহর স্ট্যান্ডে যায়। এরপর কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

এ মিছিলের সঙ্গে একত্রতা প্রকাশ করেন বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দরাও। এ ছাড়া মিছিলে নারীদের অংশ গ্রহনও ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিলটিতে ১০ হাজারের উপর নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বলে একাধিক সুত্রে জানা গেছে।

তবে মিছিলের আগে পরে পুলিশের কোন উপস্থিতি দেখা যায়নি।

ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের গণমিছিল

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, গুম, খুন ও হামলার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র জনতার গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২জুলাই) জুমার নামাজের পর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শহীদ মিনারের পাশ থেকে এই গণমিছিল শুরু হয়ে শহরের পায়রা চত্তর ঘুরে মুজিব চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে এই গণমিছিল শেষ করে।

এসময় বিএনপি পন্থী আইনজীবী পরিষদের নেতারা আনোদলানকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ঝিনাইদহ বার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, এ্যাড. বদিউজ্জামানসহ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

গণমিছিলে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। গণমিছিল শেষে সমন্বয়কারীদের মধ্যে শারমিন সুলতান ও হুসাইন বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন আমরা ঝিনাইদহে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কর্মসূচী পালন করে আসছি। শারমিন আক্তার বলেন এই স্বৈরাচার সরকার এই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে কিভাবে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিনত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেটা হতে দেবনা। আমরা এই রাষ্ট্রকে আবার মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি এবং বুকের রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের নয় দফা বাস্তবায়ন করে এই দেশকে এইটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিনত করবো, কোন ষড়যন্ত্রে কাজ হবেনা। তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান। এসময় কোন অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে শহরে পুলিশ সতর্ক পাহারায় ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান আমরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কর্মসূচী পালনের সুযোগ দিয়েছি কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটালে আমরা তাদের উপরে চড়াও হতাম সেটা হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তারা মিছিল করতেই পারে তবে সেটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। এসময় সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীনসহ অন্যান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।